



রমযানের সওগাত



রমযান মাস আগমনে আপনাকে জানাই সপ্রীতি মুবরক্বাদ। রমযান মাস বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের মৌসুম। এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ মাসের নাম কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। এ মাসে এমন একটি রাত্রি আছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ মাসে শয়তান বন্দী থাকে, দোষখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। এ মাসে উমরাহ করলে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে হজ্জ করার সমান সওয়াব লাভ হয়। এ মাসে আসমানী আহবানকারী বলতে থাকেন, হে মঙ্গলকামী অগ্রসর হও এবং হে মন্দকামী পিছিয়ে হটো!

আল্লাহর ওয়াস্তে একটি রোযা রাখলে জাহান্নাম ১০০ বছরের পথ দূরে সরে যায়। রোযার প্রতিদান আল্লাহ নিজের হাতে দান করেন। রোযা হল চালধরপা। রোযা কিয়ামতে রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে। রোযা রোযাদারের গোনাহ দূর করে থাকে। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুগন্ধ অপেক্ষাও উত্তম। রোযাদার ইফতারীর সময় খুশী হয় এবং খুশী হবে আল্লাহর সাহিত সাক্ষাতের সময়। রোযা মানুষকে মুভাকী ও পরহেযগার বানায়। রোযাদারের দুআ কবুল হয়। রোযা নানা রোগ থেকে মুক্তিদান করে থাকে। রোযা হল যৌনপীড়ার উপশম। রোযা মানুষকে ভালো হতে সহযোগিতা করে। রমযানের রোযা মানুষকে সামাজিক হতে প্রেরণা জোগায়। আল্লাহ রোযাদারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করে থাকেন এবং 'রাইয়ান' নামক জান্নাতে স্থানদান করেন।

রোযার কিছু মাসায়েল

রমযানের চাঁদ দেখে অথবা শা'বানের ৩০ দিন পূর্ণ করে রোযা শুরু করুন।

পুরো রমযানের জন্য মাসের শুরুতে নিয়ত (রোযা রাখার সংকল্প) যথেষ্ট। অবশ্য মাঝে সফর বা রোগের কারণে নিয়ত বিচ্ছিন্ন হলে পুনরায় নিয়ত করা জরুরী।

রোযাদারের জন্য নাপাক অবস্থায় (ফজরের পূর্বে) রোযার নিয়ত করা (ও সেহরী খাওয়া) অতঃপর ফজরের (আযানের) পর গোসল করা বৈধ।

চিরস্থায়ী রোগ অথবা নিত্য বার্ষিকের কারণে যদি রোযা রাখতে অক্ষম হন, তাহলে এক একটি রোযার বিনিময়ে একটি করে মিসকীন খাইয়ে দিন। সাময়িক রোগী, মুসাফির মানুষ অথবা গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলা রোযা না রেখে পরে কাযা করতে পারেন। বারো মাস নিয়মিত নামায পড়ুন। নচেৎ জেনে রাখুন যে, বেনামাযীদের রোযা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ফজরের আযান ঠিক সময়ে হলে আযান হওয়ার সাথে সাথে পানাহার ইত্যাদি বন্ধ করুন। রোযা রাখা অবস্থায় খুখু গিলতে পারেন। অবশ্য গয়ের বা খাঁকার মুখে চলে এলে তা ফেলা জরুরী। আপনার দেহের কোন অঙ্গ কেটে, ফুটে রক্ত বের হলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। যেমন ক্ষতি হবে না পরীক্ষার জন্য কিছু পরিমাণ রক্ত দিলে। অবশ্য মহিলাদের মাসিক ও প্রসবোত্তর খুনের ফলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কোন মহিলা রমযান মাসে ফজরের পূর্বে মাসিক বা প্রসবজনিত রক্ত শ্রাব হতে পবিত্র হলে তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজিব; যদিও সে ফজরের (আযানের) পর গোসল করে। দাঁত বা নাক থেকে রক্ত বের হলে যথাসাধ্য তা ফেলতে হবে। চেষ্টা সত্ত্বেও গলায় নেমে গেলে রোযার ক্ষতি হবে না।

ইচ্ছাকৃত বমি করতে হলে, তাতে আপনার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য অনিচ্ছাকৃত সামালতে না পেয়ে বমি হয়ে গেলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। রোযা অবস্থায় গরগরা করার ব্যাপারে সাবধান থাকুন। কারণ গলার নিচে পানি গেলেই রোযা ভেঙে যাবে। নাকে ওয়ুধ ব্যবহার করবেন না। কারণ তা গলায় নেমে গেলে রোযা ভেঙে যাবে। চোখ ও কানে সূর্মা বা ওয়ুধ ব্যবহার করা দুযণীয় নয়। প্রয়োজনে খাবারের মিষ্টি বা লবণ চিখতে পারেন, অনুরূপ চাল চিবিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। তবে শর্ত হল, যেন গলাতে কিছু নেমে না যায়।

রোযা অবস্থায় ওয়ুধ-ইঞ্জেকশন নিলে রোযার ক্ষতি হয় না। অবশ্য যে ইঞ্জেকশন খাবারের কাজ করে তা নিলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

রোযা অবস্থায় স্ত্রী-সঙ্গম থেকে খুব দূরে থাকুন। নচেৎ উভয়কেই তওবা সহ রোযা কাযা ও একটি গোলাম আযাদ করতে হবে। না পারলে ২ মাস একটানা রোযা এবং তাতেও অক্ষম হলে ৬০টি মিসকীন খাওয়াতে হবে। অবশ্য স্ত্রীকে সে কাজে বাধ্য করা হলে তার রোযার কোন ক্ষতি হবে না। অন্যভাবে ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার জন্য তওবা জরুরী। অনিচ্ছাকৃতভাবে বীর্যপাত বা স্বপ্নদোষ হলে রোযার ক্ষতি হবে না। উত্তেজনার ফলে মযী নিঃসৃত হলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না।

ভুলে খেতে বা পান করতে শুরু করলে স্মরণ হওয়ামাত্র মুখ থেকে ফেলে দিন। যা খেয়ে ফেলেছেন তার জন্য রোযার ক্ষতি হবে না।

রোযা অবস্থায় দাঁতন করা দুযণীয় নয়। অবশ্য মাজন বা পেট ব্যবহার দুযণীয়। পক্ষান্তরে গুল-গোরাকু ব্যবহার করা সব সময়কার জন্য হারাম।

রোযা অবস্থায় আতর ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্য ধূপ বা চন্দনের ধূয়া ব্যবহার বৈধ নয়।

রোযাদারের জন্য এমন উপায় অবলম্বন করা বৈধ; যাতে অত্যন্ত গরম ও পিপাসা দূরীভূত হয়ে যায়। যেমন, গায়ে-মাথায় পানি ঢেলে অথবা এ-সি দ্বারা ঠান্ডা গ্রহণ করতে পারেন।

ইফ ইত্যাদির ফলে শ্বাসকষ্ট হলে তা দূর করার জন্য মুখের ভিতর গ্যাস স্প্রে করা রোযাদারের জন্যও বৈধ।

ঠোট শুকিয়ে গেলে পানি দিয়ে ভিজানো ও মুখ শুকিয়ে গেলে কুল্লি করা রোযাদারের জন্য বৈধ। তবে গরগরা করা উচিত নয়।

ইচ্ছা করাই ফজরের একটু পূর্বে সেহরী খাওয়া শেষ করা এবং সূর্য ডোবা মাত্র সত্বর ইফতারী করা বিধেয়। ইফতারী করুন আধা-পাকা খেজুর দ্বারা, তা না পেলে সাধারণ পাকা খেজুর দ্বারা, তা না পেলে পানি দ্বারা, তা না পেলে যে কোন হালাল খাবার দ্বারা, আর তাও না পেলে মনে মনে ইফতারী করার নিয়ত করে নিন।

রোযাদারের জন্য সুন্নত হল, বেশী বেশী করে নেকীর কাজ করা, জরুরী হল, সকল ওয়াজিব কাজে যত্নবান হওয়া এবং সমস্ত হারাম কাজ হতে বিরত থাকা। অতএব মিথ্যা কথা, গীবত, নোংরা ছবি দর্শন, ধোকাবাজী, সূদী-কারবার তথা সর্বপ্রকার হারাম কথা ও কাজ বর্জন করুন। যেহেতু প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে (রোযাদার) ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও তার উপর আমল এবং মুখের মত আচরণ ত্যাগ করে না, সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।”

যথানিয়মে পুরো রমযান তারাবীহর নামায পড়ুন। ইমাম সাহেব শেষ করলে আপনিও শেষ করুন। তাতে আপনি গোনাহ থেকে পবিত্র হতে পারবেন।

সঠিক ও বলিষ্ঠমতে তারাবীহ (বিতর সহ) ১১ বা ১৩ রাকআত।

রমযানের শেষ দশকের রয়েছে বিশেষ মাহাত্ম্য ও পৃথক বৈশিষ্ট্য। কেননা, নবী ﷺ এই কয়টি রাতে নামায ও যিকর পড়ার উদ্দেশ্যে তাঁর পরিবারবর্গকে জাগাতেন। আর তিনি নিজেও এই পবিত্রময় রাতগুলিতে জেগে ইবাদত করতেন।

শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নত। বলা বাহুল্য, বর্তমানে এটি একটি পরিত্যক্ত সুন্নত। প্রত্যেকের উচিত উক্ত সুন্নতকে উজ্জীবিত করতে যত্নবান হওয়া। দশ দিন না পারলেও অন্ততঃ একটি রাত্রিও ই'তিকাফ করে ঐ সুন্নত পালন করা উচিত। একরাত্রি করলে মাগরেবের আযানের পূর্ব থেকে শুরু করে ফজরের নামাযের সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে।

শবেকদরের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। এই রাত রয়েছে ঐ শেষ দশকের বেজোড় কোন রাত্রে। এই রাত্রে ইবাদত করুন এবং ১ রাকআত নামাযের বিনিময়ে ৩০ হাজার রাকআত অপেক্ষা বেশী সওয়াব লাভ করুন।

রমযানের শেষে মাথাপিছু আড়াই কিলো করে চাল যাকাতুল ফিতুর আদায় করুন।

ঈদের চাঁদ দেখা গেলে তকবীর পাঠ করুন। আর আনন্দের সাথে ঈদ পালন করুন। তবে খুশীর পরিবেশে আপনার প্রতিবেশী গরীবকে খুশী করতে ভুলে যাবেন না।

সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা পাঠাবার ঠিকানাঃ- মাদ্রাসা নবভিয়া, পোঃ- পিচকুরি, জেলাঃ- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ফোন ০৩৪৫২-২৫০-২২৫

ইলামবাজার কেন্দ্রিক বীরভূম-বর্ধমান হেলাল কমিটির অনুমোদিত সাহারী ও ইফতারের সময়-সূচী

| রমযান | সাহারীর শেষ সময় | ইফতার | রমযান | সাহারীর শেষ সময় | ইফতার |
|-------|------------------|-------|-------|------------------|-------|
| ১ | | | ১৬ | | |
| ২ | | | ১৭ | | |
| ৩ | | | ১৮ | | |
| ৪ | | | ১৯ | | |
| ৫ | | | ২০ | | |
| ৬ | | | ২১ | | |
| ৭ | | | ২২ | | |
| ৮ | | | ২৩ | | |
| ৯ | | | ২৪ | | |
| ১০ | | | ২৫ | | |
| ১১ | | | ২৬ | | |
| ১২ | | | ২৭ | | |
| ১৩ | | | ২৮ | | |
| ১৪ | | | ২৯ | | |
| ১৫ | | | ৩০ | | |

বিঃদ্রঃ- প্রতি ১৭ মাইল পশ্চিমে ১ মিনিট যোগ ও পূর্বে ১ মিনিট
বিয়োগ করতে হবে।